

দার্জিলিংয়ে হানিমুন

পর্ব - ২

অমরস্রষ্টা



কিছুক্ষণ পর...

হুমম... হ্যাঁ, ঠিক ওখানেই, আমার
গোড়ালি... উফফ... খুব আরাম
লাগছে। আরেকটু জোরে চাপো...

রাস্তায় বড় হওয়া সেলিমের মতো প্রীথা অত
হাঁটাচলায় অভ্যস্ত ছিল না। পাহাড়ে দীর্ঘ
পথ হাঁটার কারণে তার নরম পা দুটো ব্যথা
করছিল।

দেখো তোমার পা দুটো কত নরম আর
কোমল। কেন এদের ওপর এত ধকল
দিলে?

সসসস... হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক
ওখানেই... একদম ওই
জায়গাটাতে..

ওহ... আমাকে দেখো, আমি কত স্বার্থপর! তুমি
এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এটা করছো,
আমার ছোট্ট সোনা স্বামী। তোমার ভালোবাসা
কত নিঃস্বার্থ, তাই না?

মাস্মি রাতে সব পুষিয়ে দেবে,
কথা দিচ্ছি। এখন ওঠো,
আমার হয়ে গেছে।

প্রীথা আসলে মন থেকেই বলেছিল, যদিও তারা বাইরে রোমাঞ্চকর
যৌনমিলন করেছিল, কিন্তু প্রীথার তৃপ্তি হয়নি। মিলনটা ছিল সংক্ষিপ্ত
আর দ্রুত, যা তার জন্য যথেষ্ট ছিল না। সে শুধু নিজেকে সাহসী প্রমাণ
করার জন্য পাগলপন্থি আর রোমাঞ্চকর কিছু করতে চেয়েছিল।

প্রীথা তাদের হানিমুনের প্রথম রাতের জন্য সত্যিই মুখিয়ে
ছিল। সে সেলিমের সাথে খুব রোমান্টিক সময় কাটানোর
মুডে ছিল। বাইরের হাড়কাঁপানো শীত আর হোটেলের
ঘরের ভেতরের উষ্ণতা তাদের উপভোগ করার জন্য এক
নিখুঁত পরিবেশ তৈরি করেছিল, আর প্রীথা সেই প্রতিটি
মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছিল।

খুব আরাম পেলাম,
এসো, মাস্মিকে
একটা শক্ত করে
জড়িয়ে ধরো সোনা...

আর আমাকে
একটা চুমু খাবে?

আহহ... অবশ্যই
আমার মিষ্টি ছোট
স্বামী-সোনা।

উমমম... মাস্মি, তোমার
গায়ের গন্ধ... আমাকে
আরও একটা কথা দাও
প্লিজ...

কথা দাও যে যতক্ষণ
আমরা এখানে আছি
তুমি গোসল করবে না বা
নিজেকে ধোবে না।

তুমি চাও আমি একটা
নোংরা... নোংরা মাস্টি হই, তাই
না?

উমমম... তুমি কখনোই নোংরা হতে পারো না মাস্টি,
কিন্তু তুমি যখন ধোও বা গোসল করো অথবা
পারফিউম মাখো, তখন তোমার শরীরের গন্ধটা
মরে যায় আর তুমি তো জানোই আমি তোমার
শরীরের গন্ধ কতটা ভালোবাসি। আমাদের
হানিমুনের প্রতিটা মুহূর্তে আমি তোমার এই গন্ধটা
চাই!

খোদা... দিন দিন
তুমি আমার প্রতি
পাগল হয়ে যাচ্ছে!

প্রীথা তার হালকা শরীরটাকে একটা
ওজনহীন পুতুলের মতো তুলে ধরল
এবং তার সেবা আর ভালোবাসার
অসহায় স্বীকারোক্তির জন্য তাকে
পূরস্কৃত করল।

উমমম... মুয়াহ...

উমমম..

সালিম প্রীথার স্কাট তুলে ধরল
এবং তার যৌনাত্মক স্বাণ নিল,
যেখান থেকে বনে তাদের
মিলনের তীব্র গন্ধ আসছিল।
এটা ছিল তার অর্ধ-শুকনো রস
এবং সালিমের বীর্যের কটু গন্ধ।

তুমি কী
করছো?

মধুর দিকে উড়ে আসা মাছির মতো সালিম
প্রায় সহজাতভাবেই তার উরুর মাঝখানে
মুখ গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রীথা
বাধা দিল। সে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি
করছিল। প্রীথা তার সব পাগলামি আবেদার
পূরণ করতে যাচ্ছিল না।

হেই... >খিলখিল হাসি< না... এখন না...
সালিম, তুমি যা চাও তা সবসময় সাথে
সাথেই পেতে পারো না। তোমাকে অপেক্ষা
করতে হবে।

মাস্টি.. দেখো এটা
আমাদের গন্ধ!! ওহ
খোদা, তুমি এখনো
ভিজে আছো... আমি
তোমার ভালোবাসার
পাত্র থেকে কিছু গড়িয়ে
পড়তে দেখছি!

দয়া করে... প্লিজ মাস্টি ওহহ...
এই গন্ধটা আমাকে পাগল করে
দিচ্ছে!

শশশ... বললাম তো
এখন না। আমরা কাপড়
পাল্টাবো, ডিনার করবো,
কিছুটা ভালো সময়
কাটাবো আর তারপর...

হানিমুন মানেই শুধু সেক্স,
সেক্স আর সেক্স না!

এসো, কাপড় পাল্টে নাও। ঘাস
আর ধুলোয় ওগুলো নোংরা
হয়ে গেছে। কোণার লিন্ডি ব্যাগে
ওগুলো রাখো।

মা, খেয়াল করেছো ওরা চাদর
পাল্টে দিয়েছে, আর বাড়তি চাদরও
দিয়ে গেছে। ভাবছি ওরা কী
ভাবছে... হি হি..

প্রীথা আগেই ঠিক করে ফেলেছিল যে
পরের দিনই হোটেল পাল্টাবো।
ম্যানেজারটা বড্ড বেশি নাক গলায়।

আমার বয়েই
গেছে...

কিন্তু আজকের
রাতের জন্য এটাই
ছিল তাদের প্রেমের
নীড়।